এই সেই লাখপতি

'আমি আপনাদের লাখপতি'- ১৯ সেপ্টেম্বর দুপুর দু'টায় সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে এসে এক ব্যক্তি নিজের পরিচয় এভাবেই দিলেন। স্বাক্ষর মেলানোর পর নিশ্চিত হওয়া গেলো, ইনিই সুমন সেন। শার্ক-সাপ্তাহিক ২০০০ 'কে হবেন লাখপতি' কুইজ প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার বিজয়ী। সেদিন বিকেল ৪টায় বিজয়ীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেয়া হবে পুরস্কার। সেজন্য সুমন সেন আগে আগেই চলে এসেছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর অফিসে। এই লাখপতিকে সঙ্গে নিয়ে আমরা চলে এলাম অনুষ্ঠানস্থল মহাখালীস্থ আনন্দ রেস্তোরাঁয়।

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০২ উপলক্ষে পাঠকদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করে সাপ্তাহিক ২০০০ আয়োজন করে শার্ক-সাপ্তাহিক ২০০০ 'কে হবেন লাখপতি' কুইজ এবং 'ড্রিমটিম' প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা দু'টির আয়োজনে প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ছিল বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'গ্রে'। তাদের সার্বিক সহায়তার কারণেই কুইজের প্রথম পুরস্কার রাখা হয়েছিল এক লাখ

সুমন সেন

অতিথিদের সঙ্গে পুরস্কার বিজয়ীরা

৮২,৫৭৭টি কুপনের নম্বর গণনা করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। এক মাস ধরে ১৫ সদস্যের একটি দল এই কাজটি করে। সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন বিজ্ঞাপনী সংস্থা গ্রে-এর একাউন্ট গ্রুপ হেড এ জেড এম সাইফুদ্দিন এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক মোহসিউল আদনান ও প্রধান প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজা

বক্তব্য রাখছেন মিডিয়া ওয়ার্ল্ড-এর চেয়ারপার্সন রোকিয়া এ রহমান

অনুষ্ঠান শুরুর আগ মুহূর্তে শাহাদত চৌধুরী, রোকিয়া এ রহমান, মাহফুজ আনাম ও শফিকুল ইসলাম মানিক

টাকা। বাংলাদেশের যে কোনো সংবাদপত্রের তুলনায় এটা সর্বোচ্চ। কুইজ প্রতিযোগিতা নিয়ে পাঠকদের আগ্রহও তাই ছিলো অপরিসীম। কুইজ ও ড্রিমটিম প্রতিযোগিতার কুপনসহ সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৫ম বর্ষের ১ম সংখ্যা বাজারে আসে ১৫ জুন। সেদিন দুপুরেই প্রথম কুপনটি জমা পড়ে ২০০০ অফিসে। 'মর্নিং শোজ দ্য ডে' প্রবাদকে সত্য প্রমাণিত করে এরপর প্রতিদিনই শত শত, হাজার হাজার কুপন জমা পড়তে থাকে ২০০০-এর অফিসে। মোট ৮২,৫৭৭ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ আমাদের এ বিশ্বকাপ আয়োজন পেয়েছিলো ভিন্নরকম মাত্রা। বিশ্বকাপ শেষ হবার পরপরই আমরা শুরু করেছিলাম বিজয়ী নির্ধারণের প্রক্রিয়া। ১৫ সদস্যের একটি বিশেষ দলের এক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের শেষে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৫ম বর্ষের ১৩তম সংখ্যায় ঘোষিত হয় ফলাফল। সে ফলাফলের ভিত্তিতেই ১৯ সেপ্টেম্বর আয়োজন করা হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের চেয়ারপার্সন রোকিয়া আফজালুর রহমান। সাংবাদিকতা জগতের কতিপয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রকাশক এবং দি ডেইলি স্টারের সম্পাদক ও প্রকাশক মাহফুজ আনাম, সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানটির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছে অনেকগুণ। আরো উপস্থিত ছিলেন শার্কের পক্ষে আলমগীর রহমান খান এবং

বক্তব্য রাখছেন মাহফুজ আনাম, শাহাদত চৌধুরী, শফিকুল ইসলাম মানিক ও আলমগীর রহমান খান

চা চক্রের এক পর্যায়ে কুইজ ও ড্রিমটিম প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রধান প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজা, শার্ক বাংলাদেশ-এর পরিচালক আলমগীর রহমান খান এবং গ্রে-এর ইয়াসির নূর

অনুষ্ঠানে আগত বিশেষ অতিথি ও পুরস্কার বিজয়ীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক মোহসিউল আদনান

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ক্রীড়া চক্রের বর্তমান কোচ শফিকুল ইসলাম মানিক। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রতিযোগিতা দুটির নেপথ্য কাহিনী বর্ণনা করেন উপস্থাপক নাজমুল আহসান। এরপর বক্তব্য রাখেন শফিকুল ইসলাম মানিক। এরকম কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান সাপ্তাহিক ২০০০কে। বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে সাপ্তাহিক ২০০০ আয়োজিত ৫টি গোলটেবিল বৈঠকেই বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সে কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, 'বিশ্বকাপ ফুটবলকে আমরা গোলটেবিল বৈঠকে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম।' বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন। এরপর ঘোষকের আহ্বানে মঞ্চে আসেন মাহফুজ আনাম। এ রকম প্রতিযোগিতায় সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রকাশক হিসেবে শার্ক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এরপরই তিনি বলেন, 'আমি সচরাচর পাবলিকলি বলার সুযোগ পাই না, সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রকাশক হিসেবে আমি কতোটা গর্বিত। আজ সুযোগ পেয়ে নিজের এই ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা জানাতে চাই।'

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। পত্রিকাটির সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য মাহফুজ আনামের আহ্বানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ সাপ্তাহিক ২০০০-এর সাংবাদিক, কর্মকর্তাদের তালি দিয়ে অভিনন্দিত করেন।

মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের চেয়ারপার্সন রোকিয়া আফজালুর রহমান তার বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, 'আজ আমি শুধু শুনতে এসেছিলাম। কিছু বলতে হবে ভাবিনি।' তিনি জানালেন, সাপ্তাহিক ২০০০ কে নিয়ে তার স্বামী মরহুম আজিমুর রহমানের ছিলো অনেক গর্ব, অনেক অহংকার। জার্মানি, সুইডেন যেখানেই তিনি স্বামীর সঙ্গে গিয়েছেন, সেখানেই তাকে দেখেছেন লোকজনকে সাপ্তাহিক ২০০০ উপহার দিতে এবং গর্বভরে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার কথা বলতে। বিদেশ থেকে কেউ এলে উপহার হিসেবে তাকেও তিনি দিতেন সাপ্তাহিক ২০০০। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন 'একবার ম্যানচেস্টার থেকে একজন বেড়াতে এসেছিলো। আমার স্বামী তাকে সাপ্তাহিক ২০০০ উপহার দেন। ওটা পড়ে সে এতোই মুগ্ধ হয় যে, ম্যানচেস্টারে গিয়ে সে নিয়মিত গ্রাহক হবার আগ্রহ দেখায়। এরপর থেকেই সে সাপ্তাহিক ২০০০-এর নিয়মিত গ্রাহক। এরকম একটি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পেরে আমিও গর্বিত।'

ড্রিমটিম প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার রঙিন টেলিভিশন বিজয়ী ঢাকার আবুল কাশেম পুরস্কার নিচ্ছেন

সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী বেশ অসুস্থ হলেও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান স্থলে। নিজের আসনে বসে বক্তৃতা দেবার আহ্বান তিনি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে শুরুতেই বলেন, 'আমি কিছুটা অসুস্থ। তবুও দাঁড়িয়ে কথা বলতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আসলে মাহফুজ আনাম, রোকিয়া আফজালুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০-এর কথা বলে আমাকে যেভাবে উদ্দীপ্ত করলেন, তাতে আমার আর বসে থাকার উপায় নেই।' এরপর তিনি বলেন, 'আজ এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমরা শুধু নিজেদের কথাই বলছি। এর কারণ আছে। আসলে সাপ্তাহিক ২০০০-এ কাজ করছে খুবই তরুণ একটি গ্রুপ। আমরা তাদের অভিভাবকের মতো। তারা যে কাজ করছে, সেজন্য প্রশংসা তাদের প্রাপ্য।' পুরস্কারপ্রাপ্তদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বক্তৃতা শেষ করেন। এরপর শার্কের পক্ষ থেকে

বক্তৃতা করেন আলমগীর রহমান খান। ভবিষ্যতে এরকম আরো প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'তখন আমরা লাখপতি নয়, এর থেকে বেশিতে যাবো। আর তখন শুধু বিকেলের নাস্তা থাকবে না। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, ডিনার হবে' এ ঘোষণায় সকল দর্শক হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান। শুরু হওয়া এ যাত্রা এগিয়ে নেবার অঙ্গীকার তিনি ব্যক্ত করেন।

এরপরই আসে সেই কাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। অতিথিরা একে একে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখে বিজয়ীরা তা গ্রহণ করেন। সর্বশেষ পুরস্কার হিসেবে এক লাখ টাকার চেক তুলে দেয়া হয় চট্টগ্রামের পশ্চিম বাঁশখালী উপকূলীয় ডিগ্রি কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগের প্রভাষক সুমন সেনের হাতে। অনুভূতি জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি শুরু থেকেই কনফিডেন্ট ছিলাম। সেজন্য অনেক প্ল্যান করে এগিয়েছি। পুরস্কার জিতে আমি খুব আনন্দিত।' সবশেষে ধন্যবাদ বক্তৃতা রাখেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক মোহসিউল আদনান। তিনি বলেন, 'সাপ্তাহিক ২০০০ যখন ৫ম বর্ষে পদার্পণ করে, তখন আমাদের স্লোগান ছিল বক্তব্যের তীব্রতাই আমাদের সৌন্দর্য। এটা আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। অতিথিদের বক্তব্যে আজ এটা প্রমাণিত। আমরা, সাপ্তাহিক ২০০০-এর তরুণ সাংবাদিকরা প্রমাণ করেছি, আমরা একই সঙ্গে সৎ, নির্ভীক ও মেধাবী।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অতিথি, পুরস্কার বিজয়ীসহ সবাইকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

এর পরই আয়োজন করা হয় চা-চক্রের। এ সময় কথা হয় কয়েকজন বিজয়ীর সঙ্গে। লাখপতি সুমন সেন জানালেন, সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিশ্বকাপ ক্রিকেট কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েও তিনি পুরস্কার জিতেছিলেন। ভবিষ্যতেও এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 'ড্রিমটিম' প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার রঙিন টেলিভিশন বিজয়ী আবুল কাশেমও আনন্দিত। 'তবে শুরুতে আমন্ত্রণপত্র না পেয়ে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।' আবুল কাশেমের এ কথা বলার কারণ হলো, ডাক বিভাগের কল্যাণে (!) শুরুতে তার নিকট আমন্ত্রণপত্র না পৌঁছানো। ২০০০ অফিসে যোগাযোগ করার পর তাকে নতুন করে আমন্ত্রণপত্র দেয়া হয়।

সাবেক জাতীয় ফুটবলার শফিকুল ইসলাম মানিকের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন কাজল কুমার মজুমদার

বিজয়ীদের মধ্যে কয়েকজনকে দেখা গেলো পূর্বপরিচিত। পূর্ব পরিচিত তারা নিজেদের ভেতর, পূর্ব পরিচয় রয়েছে আমাদের সঙ্গেও।

প্রতিযোগিতার নেপথ্য কাহিনী বর্ণনা করছেন উপস্থাপক নাজমুল আহসান

এদেরকে আখ্যায়িত করা যায় 'কুইজ ম্যানিয়াক' হিসেবে। যেকোনো কুইজ প্রতিযোগিতায় তারা অংশগ্রহণ করেন গাণিতিক বিশ্লেষণ করে। পাঠান শত শত কুপন। তাই যেকোনো কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কাজল কুমার মজুমদার, শেখ মোহাম্মদ আলমগীর কিংবা আরিফ হাসানের উপস্থিত থাকাটা প্রায় নিয়মে পরিণত হয়েছে। কাজল কুমার মজুমদার চাকরি করেন বিজি প্রেসে। ১৯৯৪ সাল থেকেই তিনি এরকম কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন। 'তখন ক্যাপিটাল কম ছিলো, ইনভেস্টও করতাম কম।' সময়ের পরিবর্তনে কাজল কুমার এখন অংশগ্রহণ করেন ব্যাপকভাবে। বিশ্বকাপ চলাকালীন সংখ্যার জন্য তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-এর সার্কুলেশন বিভাগে অর্ডার দিয়ে রাখতেন। জানা গেলো, কুইজের ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বে তিনি পাঠিয়েছেন যথাক্রমে ২, ২১১ এবং ৪৩৭টি কুপন। ১৯৯৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন কুইজ প্রতিযোগিতায় বিনিয়োগ করেছেন প্রায় ৩০ হাজার টাকা। পুরস্কার পেয়েছেন ৮৪টি। এর মধ্যে ১০০ সিসি মোটর সাইকেল, টিভি, ফ্রিজ, ডিনার সেট রয়েছে। জিতেছেন প্রায় ২ লাখ টাকা মূল্যের জিনিসপত্র এবং নগদ প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকা। ভবিষ্যতে অংশগ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'ক্রিকেট আমার বেশি পছন্দ। কারণ ক্রিকেটের হিসাব অনেক বেশি জটিল। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের কুইজে অবশ্যই অংশ নেবো।' অন্যদিকে সোনালী ব্যাংক হেড অফিসের ইন্সপেকশন ও অডিট বিভাগের প্রিন্সিপাল অফিসার শেখ মোহাম্মদ আলমগীর এখনো মুষ্টিবদ্ধ এক হাত দিয়ে অন্য হাতে ঘুষি মারছেন আর বিড় বিড় করছেন, 'ইস, তৃতীয় পর্বে আর একটা উত্তর যদি ঠিক হতো!' কিন্তু তা হয়নি। তিনিও জেতেননি লাখ টাকার চেকটি। এবারের বিশ্বকাপ কুইজে ভোরের কাগজের দুই পর্বে প্রথম পুরস্কার, দি ডেইলি স্টারে ফ্রিজ জিতেও তিনি ঠিক সন্তুষ্ট নন। তবে এই না পাওয়া তাকে হতাশ করেনি, বরং তার প্রতিজ্ঞাকে করেছে আরো দৃপ্ত। জানতে চাইলেন বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষে আমরা কুইজের আয়োজন করবো কিনা। ইতিবাচক উত্তর শুনে বললেন, 'যেভাবেই হোক, ওটার প্রথম পুরস্কার আমাকে জিততেই হবে।' একই প্রতিজ্ঞা আরিফ হাসানেরও। এসব 'কুইজ ম্যানিয়াক'রা অপেক্ষা করে আছেন বিশ্বকাপ ক্রিকেটের। অপেক্ষায় আছেন হাজার হাজার সাধারণ পাঠক। বিশ্বকাপ ফুটবল কুইজের প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক লাখ টাকার ঘোষণা দিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ চমকে দিয়েছেন তার অগণিত পাঠককে। বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষে হয়তো আসছে এটাকে ছাড়িয়ে যাওয়া নতুন কোনো চমক। সুতরাং পাঠককূল, অপেক্ষায় থাকুন। আর তো মাত্রই কয়েকটা মাস!